

সালাতের মধ্যে ওয়াজিব হলো সাতটি

সালাতের মধ্যে ওয়াজিব হলো সাতটি। এসব ওয়াজিবের মধ্যে যে কোন একটি কেউ যদি ইচ্ছা পূর্বক ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় নতুন করে ঐ সালাত আদা করতে হবে। আর যদি ভুল বশতঃ নামাযের কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে যায়, তাহলে “ছাছ ছাজদাহ” করে নিলে সেই নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

(এক) তাকবীরে তাহরীমাহ ব্যতীত নামাযের অন্যান্য তাকবীর সমূহ। কেননা রাছুল তা কখনো পরিত্যাগ করেননি।

(দুই) রুকু হতে উঠার সময় ইমাম ও মুনফারিদের (একাকী নামায আদায়কারীর) “سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ” (ছামি‘আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ) বলা। এর প্রমাণ হলো:- আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صَلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.^١

অর্থ- রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم যখন রুকু থেকে উঠতেন তখন তিনি “ছামি‘আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ” বলতেন।^২

(তিন) রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ইমাম, মুকুতাদী ও একাকী নামায আদায়কারী মোটকথা সকল মুসাল্লির জন্য “رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ” (রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ) কিংবা “رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ” (রাব্বানা লাকাল হামদ) বলা ওয়াজিব। এর প্রমাণ হলো- আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.^٣

অর্থ- রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন:- ইমাম যখন “ছামি‘আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ” বলবেন তোমরা তখন “আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ” বলো।^৪

সাহীহ বুখারীতে অনুরূপ হাদীছ আনাছ رضي الله عنه থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

(চার) রুকুতে “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ” (ছুবহা-না রাব্বিয়াল ‘আযীম) কমপক্ষে একবার বলা। এর প্রমাণ হলো- ‘উক্ববাহ ইবনু ‘আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:-

১. رواه مسلم

২. সাহীহ মুহলিম

৩. رواه أحمد

৪. মুছনাদে ইমাম আহমাদ

لَمَّا نَزَلَتْ: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ”.

অর্থ- যখন “ফাছাব্বিহ্ বিছমি রাব্বিকাল ‘আযীম” এ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাছুল ﷺ আমাদেরকে বললেন:- এই বাক্যটিকে তোমরা রুকু‘তে রেখে দাও।^৫

এ সম্পর্কে হুযাইফাহ رضي الله عنه বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে রয়েছে, তিনি বলেছেন:-

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ.^৬

অর্থ- আমি রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর সাথে নামায পড়েছি, তিনি রুকু‘তে “ছুবহা-না রাব্বিয়াল ‘আযীম” বলতেন।^৮

এছাড়া ইবনু ‘আব্বাহ رضي الله عنه বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাছুল صلى الله عليه وسلم বলেছেন:-

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ.^৯

অর্থ- তোমরা রুকু‘তে মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করো।^{১০}

(পাঁচ) ছাজদাহতে “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى” (ছুবহা-না রাব্বিয়াল আ‘লা) কমপক্ষে একবার বলা। এর প্রমাণ হলো- ‘উকুবাহ ইবনু ‘আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:-

لَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ.^{১১}

অর্থ- যখন “ছাব্বিহ্ছমা রাব্বিকাল আ‘লা ” এই আয়াত নাযিল হলো, তখন নাবী صلى الله عليه وسلم আমাদেরকে বললেন:- এই বাক্যটিকে তোমরা ছাজদাহ-তে রেখে দাও।^{১২}

এছাড়া হুযাইফাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে রয়েছে, তিনি বলেছেন:-

৫. رواه أحمد و أبو داؤد

৬. মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ, আবু দাউদ

৭. رواه أحمد و أبو داؤد

৮. মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ, ছুনানু আবী দাউদ

৯. رواه مسلم

১০. সাহীহ মুছলিম

১১. رواه أحمد و أبو داؤد

১২. মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ, আবু দাউদ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.^{٥٧}

অর্থ- নাবী ﷺ ছাজদাহ-তে ছুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা বলতেন।^{১৪}

রুকু' ও ছাজদাহর তাছবীহ নুন্নপক্ষে তিনবার করে বলা উচিত। তবে মাত্র একবার বললে ওয়াজিবটুকু আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, দুই ছাজদাহর মাঝে “رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي،” (রাব্বিগফিরলী) অথবা “رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي” (রাব্বিগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়ারফা'নী ওয়ারযুকনী ওয়াহদিনী) বলা, অনেকে এ কাজটিকে ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন কোন দালীল পাওয়া যায়নি যা একাজটি ওয়াজিব প্রমাণিত করে। তবে নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ছুন্নাত।

(ছয়) প্রথম বৈঠকে বসা। এর প্রমাণ হলো- রিফা'আহ ইবনু রাফি' ﷺ হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, ভুল পদ্ধতিতে সালাত আদায়কারীকে রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، وَافْتَرِشْ فَخْذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ.^{٥٨}

অর্থ- তুমি যখন নামাযের মাঝামাঝি বসবে তখন প্রশান্তি সহকারে বসবে এবং বাম উরু বিছিয়ে দেবে অতঃপর তাশাহুদ পড়বে।^{১৫}

এ ছাড়া ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মালিক ইবনু বুহাইনাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:-

صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.^{٥٩}

অর্থ- (একদিন) রাছুল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যুহুরের নামায পড়লেন। (দু' রাক'আত পড়ার পর) তাঁর বসা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তিনি না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি তাঁর নামাযের শেষ পর্যায়ে বসা অবস্থায় দু'টি ছাজদাহ করলেন।^{১৬}

এ হাদীছ দ্বারা সালাতের প্রথম বৈঠক ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা যদি তা ওয়াজিব না হতো

১৩. رواه مسلم و أحمد

১৪. সাহীহ মুছলিম, মুছনাদে ইমাম আহমাদ

১৫. رواه أبو داؤود و البيهقي

১৬. আবু দাউদ, বায়হাক্বী

১৭. رواه البخاري

১৮. সাহীহ বুখারী

তাহলে ভুল বশতঃ তা বাদ পড়ার কারণে রাছুল ﷺ ছাছ ছাজদাহ করতেন না।

(সাত) প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়া। এর প্রমাণ হলো:- ‘আয়িশাহ ﷺ বর্ণিত হাদীছে রয়েছে-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّاتُ.^{১৯}

অর্থ- রাছুল ﷺ প্রতি দু’রাক‘আত শেষে ‘আত্তাহিয়্যা-তু’ পড়তেন।^{২০}

ছুনানে বাইহাকীতে ‘আয়িশাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাছুলুল্লাহ ﷺ সালাতে বসা অবস্থায় প্রথমে যা পড়তেন, তা হলো আত্তাহিয়্যা-তু -।^{২১}

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘উদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:-

كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: ” إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ قَلِيلًا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَنْخَيْرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.^{২২}

অর্থ- আমরা রাছুলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে সালাত আদায় করার সময় (বৈঠকে) বলতাম:- “السلام على الله” (অর্থ- আল্লাহর উপর ছালাম বর্ষিত হোক, অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। একদিন রাছুলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন:- বস্তুত আল্লাহ নিজেই ছালাম (শান্তির উৎস এবং শান্তিদাতা) অতএব তোমাদের কেউ যখন সালাতে বসে সে যেন বলে:- “আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়া-তু ওয়াত্তাহিয়্যা-তু আছ্ছালামু ‘আলাইকা আইয়্যুহান নাবীইয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুল্লা আছ্ছালা-মু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ‘ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন { কেননা, তোমরা যখন -আছ্ছালা-মু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ‘ইবাদিল্লা-হিস্ সালিহীন- এ দু‘আ করবে তখন আছ্ছামানে বা যমীনে আল্লাহর সকল নেক বান্দাহ র কাছে তা পৌঁছে যাবে } আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান ‘আবদুহু ওয়া রাছুলুহু”।^{২৩}

এছাড়া আবু মূছা আল আশ‘আরী ﷺ বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীছের শেষাংশে রয়েছে, রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

১৯. رواه أبو داؤود

২০. ছুনানু আবী দাউদ

২১. ছুনানুল বাইহাকী

২২. رواه مسلم

২৩. সাহীহ মুছলিম

وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوْلَى قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 82

অর্থ- যখন তোমরা বৈঠকে বসবে, তখন তোমাদের প্রথম কথা যেন হয়- “আত্তাহিয়াতুত্ ত্বাইয়িয়াবাতুস্ সালাওয়াতু লিল্লাহি আছছালামু ‘আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ, আছছালামু আলাইনা- ওয়া আলা- ‘ইবাদিল্লা-হিস সালিহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ‘বদুহু ওয়া রাছুলুহা” 25

সাহীহ্ বুখারীতে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, তিনি বলেছেন:-

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَانْتَقَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ” إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ اللَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 82

অর্থ- আমরা যখন নাবী صلى الله عليه وسلم এর পিছনে নামায পড়তাম তখন বৈঠকে বলতাম- “জিবরাঈল ও মিকাইলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, অমুক এবং অমুকের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক”। একদা রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ নিজেই তো শান্তি (শান্তির উৎস এবং শান্তিদাতা)। তাই তোমরা কেউ যখন নামায পড়বে তখন বলবে- “আত্তাহিয়া-তু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়া-তু ওয়াত্তাইয়িয়া-তু আছছালামু ‘আলাইকা আইয়্যুহান নাবীইয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আছছালা-মু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ‘ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন { কেননা, তোমরা যখন -আছছালা-মু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ‘ইবাদিল্লা-হিস্ সালিহীন- এ দু‘আ করবে তখন আছহামানে বা যমীনে আল্লাহর সকল নেক বান্দাহর কাছে তা পৌঁছে যাবে } আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহু ওয়া রাছুলুহা” 29

তাশাহুদ হলো:-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

28. رواه مسلم

25. সাহীহ্ মুসলিম

26. رواه البخاري

29. সাহীহ্ বুখারী